97501 - যারা কমউিনস্টি শাসন এর অধীনে বসবাস করত, নামায-রোজা কি জিনিসি জানত না; তাদরে উপর কি কাযা আছে?

প্রশ্ন

আমি বুলগরেয়িার অধবিাসী একজন মুসলমি নারী। আমরা কমউিনস্টি শাসনাধীনে ছলিাম। ইসলাম সম্পর্কে কছিুই জানতাম না। বরং ইসলামরে অনকে ইবাদত পালন আমাদরে জন্য নষিদ্ধি ছলি। আমি ২০ বছর বয়স পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে কছিুই জানতাম না। এরপর আমি শরয়ি বধিবিধিান মানতে শুরু করলাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- আমাকে কি ইতপিূর্বরে অনাদায় নামায ও রোজাগুলো কাযা করতে হবে? আল্লাহ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিান দনি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছি যনিি আপনাদরেকে অত্যাচারী কমউিনস্টি শাসন থকেে মুক্ত করছেনে। দীর্ঘ চল্লশি বছর এই শাসন মুসলমানদরে উপর নপিীড়ন চালয়িে আসছলি। এ সময়কালে তারা মসজদিগুলো ধ্বংস করছে। কোন কোন মসজদিকে জাদুঘরে পরণিত করছে। ইসলামী শক্ষিাপ্রতষ্ঠিানগুলোর উপর আধপিত্য বস্তিার করছে। মুসলমানদরে নামগুলো পর্যন্ত পরবির্তন করে দয়িছে, ইসলামী পরচিতিি নর্মিূল করে ফলেছে।

কন্তিু... আল্লাহ তাআলা তাঁর আলোকে পরপিূর্ণ করইে ছাড়লনে; যদওি কাফরেরো সটোকে অপছন্দ করুক না কনে?

সইে দুর্দান্ত প্রতাপশালী কমউিনস্টি শাসন তার সকল দম্ভ ও অহংকার সহ ১৯৮৯ সালে ভঙ্গেে পড়ছে। এ শাসনরে পতনরে ফলে মুসলমানরো অত্যন্ত খুশি হয়ছে। তারা পুরাতন মসজদিগুলো পুনর্নর্মিাণ ও সংস্কার করার উদ্যোগ নয়িছে। তাদরে শশিুদরেকে কুরআন শক্ষিা দয়ো শুরু করছে। রাস্তাঘাটে আবার হযিাব পরহিতিা নারী দখো দয়ো শুরু হয়ছে। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করছি তনিি যনে মুসলমানদরেকে তাদরে ধর্মরে দকিে সুন্দরভাবে ফরিয়িে দনে। তাদরেকে বজিয় দান করনে, গৌরবময় করনে এবং তার শত্রুদরেকে অপদস্থ করনে।

দুই:

বুলগরেয়িার মুসলমানদরে একটি প্রজন্ম কমউিনস্টি শাসনাধীনে বড় হয়ছে। যারা ইসলাম সম্পর্কে কছিুই জানে না; তবে তারা মুসলমান। কমউিনস্টি শাসনাধীনে থকেে তারা ইসলামী শক্ষিা অর্জন করতে পারনে। কমউিনস্টি শাসকরো কুরআন ও ইসলামী বই-পুস্তক বুলগরেয়িাতে প্রবশে করার উপর নষিধোজ্ঞা জারী করছেলি। এরা যারা ইসলামী হুকুম আহকাম, ইবাদত ও ফরজ আমলগুলো সম্পর্কে কছিুইজানত না তাদরে উপর এ সকল ইবাদতরে কোন কছিু কাযা করতে হবে না। কারণ কোন মুসলমান যদি শরয়িজ্ঞান অর্জন করতে না পার, তার কাছে শরয়িতরে বধিবিধিানরে খবর না পৌঁছে তাকে এ ইবাদতগুলোর কোনটি কাযা করতে হয় না। দললি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজরে ভার দনে না।"[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে:

মুসলমানদরে মধ্যে এ নয়িে কোন মতানক্যে নইে যে ব্যক্তি দারুল কুফরে বাস কর, ঈমান আনার পর সে যদি হজিরত করতে অক্ষম হয় তাহলে সে যে অনুশাসনগুলো পালন করতে অক্ষম সগেুলো পালন করা তার উপর অবধারতি হবে না। বরং যে আমলগুলো তার সাধ্যরে মধ্যে রয়ছেে সগেুলো পালন করা তার উপর আবশ্যক হব। অনুরূপভাবে সে ব্যক্তি যে বধিানগুলো জানে না সগেুলোও পালন করা তার উপর আবশ্যক হবে না। সে যদি না জানে য, তার উপর নামায ফরজ এবং একটা সময় পর্যন্ত নামায না পড়ে তাহলে আলমেদরে প্রসদ্ধি মতানুযায়ী সে সময়রে নামাযগুলো তাকে কাযা করতে হবে না। এটি ইমাম আবু হানফিা ও জাহরেী মাযহাবরে অভমিত এবং ইমাম আহমাদরে দুইটি অভমিতরে একটি। অন্যান্য ফরজ ইবাদত যমেন- রমজানরে রোজা, যাকাত আদায় ইত্যাদরি ক্ষত্রেওে একই হুকুম। যদি সে ব্যক্তি মদ যে হারাম তা না জনেে মদ পান করে ফলেে আলমেগণরে সর্বসম্মতক্রিমে তার উপর শাস্তি কায়মে করা হবে না। তবে নামায কাযা করার ব্যাপারে আলমেগণ মতানক্যে করছেনে।

পূর্বোক্ত মাসয়ালার ভত্তিি হচ্ছ- যে ব্যক্তি কোন অনুশাসন বা বধিান জানে না তার উপরও কি সে বধিানরে ভার অর্পতি হব; নাকি না জানলে তার উপর সে বধিানরে ভার অর্পতি হবে না?

এ মাসয়ালায় সঠকি অভমিত হচ্ছ- সংশ্লষ্টি মাসয়ালার জ্ঞান অর্জনরে সুযোগ না থাকলে সে বধিানরে ভার তার উপর অর্পতি হবে না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি জানতে পারবে না য, এটি তার উপর ফরজ ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সে বধিান কাযা করতে হবে না। সহহি হাদসিে সাব্যস্ত হয়ছেে য, সাহাবায়ে করোমরে মধ্যে কউে কউে সুবহে সাদকি হয়ে যাওয়ার পরওে সাদা সুতা থকেে কালো সুতা পার্থক্য করতে না পারার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করছেনে; কন্তিু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদরেকে রোজা কাযা করার নর্দিশে দনেনি। তাদরে মধ্যে কউে কউে কছিু সময় জুনুবি (গুরু অপবত্রিতা) অবস্থায় কাটয়িছেনে; নামায আদায় করনেনি। তায়াম্মুম করে য, নামায আদায় করা যায় সটো তারা জানতনে না। যমেনটি ঘটছে- আবু যার (রাঃ), উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও আম্মার (রাঃ) এর ব্যাপার। কন্তিু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদরে কাউকে নামায কাযা করার নর্দিশে দনেনি।

এ ব্যাপারওে কোন সন্দহে নইে যে, বাইতুল মোকাদ্দাস এর বদলে কাবাকে কবিলা নর্িধারণরে সংবাদ পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত মক্কাতে ও মরুভূমতিে একদল মুসলমান বাইতুল মোকাদ্দাস এর দকিে ফরিে নামায আদায় করছলিনে; কন্িতু তাদরেকে সে নামাযগুলো কাযা করার আদশে দয়ো হয়নি। এ ধরণরে আরও অনকে উদাহরণ রয়ছে। এ মতটি সলফে সালহেনি ও জমহুর আলমে যে নীতটিরি উপর নর্িভর করনে তার সাথে সঙ্গতপূির্ণ; সে নীতটিি হচ্ছ- "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যরে বাইরে ভার আরোপ করনে না"সুতরাং কোন ইবাদত ফরজ হওয়া সংশ্লষ্টি ব্যক্তরি সাধ্য ও ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। কোন নর্িদশে পরত্যিাগ বা নষিধেে লপি্ত হওয়ার কারণে শাস্তি দয়ো হবে হুজ্জত কায়মে হওয়ার পর অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে অবহতি করণরে পর।[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/২২৫)]

পূর্বোক্ত আলোচনার ভত্তিতিে বলা যায়, আপনারা যে ইবাদতগুলো ফরজ হওয়া সম্পর্কে অবহতি ছলিনে না সগেুলো কাযা আদায় করা আপনাদরে উপর আবশ্যক নয়।

আপনাদরে জন্য উপদশে হচ্ছ- শরয়ি জ্ঞান অর্জনে মনোনবিশে করুন; দ্বীনী বষিয়ে প্রজ্ঞা অর্জন করুন। ইসলাম সম্পর্কে জানা ও মানার জন্য আপ্রাণ চষ্টো করুন। একটি মুসলমি প্রজন্ম গড়ে তুলুন; যাতে সাধারণভাবে মুসলমানরো যসেব চ্যালঞ্জেরে সম্মুখীন হচ্ছে বশিষেতঃ আপনাদরে দশেে যে চ্যালঞ্জেগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে তারা সগেুলো মোকাবলিা করতে পারে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তনিি যনে, ইসলাম ও মুসলমানদরে মর্যাদাকে সমুন্নত করনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।